ভোরের কাগজ

তারিখ 26 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিয়মানুবর্তিতা- অধম থেকে মধ্যমে উত্তরণের চাবিকাঠি

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

কি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সূচক, কি ইউএনডিপির মানব সম্পদ উন্নয়ন, কি জীবন প্রত্যাশা, শিক্ষা অর্জন এবং আয়ের সমন্বয়, টেকসই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক নিয়োগ সম্ভাবনা ও কার্যক্রম, বিশ্ব প্রতিযোগিতাশীলতা, প্রবৃদ্ধি প্রতিযোগিতাশীলতা, ইকনোমিক ফ্রিডমসহ সকল সূচকেই আমাদের অবস্থান যারপরনাই নিচে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সকল ক্ষেত্রে আমাদের ক্রমাবনতির আরেকটি উদ্বেগজনক সূচকে পরিণত হয়েছে। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এতোগুলো সূচক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করার ফলেই এমনটি হচ্ছে। বরং সময় এসেছে আত্মশুদ্ধির; আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের অধো-অবস্থানকে উন্নত করা। রবিঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কারে' পায়ে যাতে ধুলা না লাগে তার অনেক চমকপ্রদ কিন্তু অকার্যকর সমাধানের উল্লেখ ছিল। ধরাকে ধূলিমুক্ত করা, ধরণীকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি। পরিশেষে অতি সাধারণ চর্মকারের সমাধান হলো পদযুগল চামড়া দিয়ে ঢাকা, যা ছিল অত্যন্ত কার্যকর। আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান আমাদের মাঝেই খুঁজতে হবে, অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অসংখ্য সূচকে আমরা অধম প্রমাণিত হয়েছি— যেকোনো জাতিই আজ আমাদের থেকে উত্তম। তাই অন্যদের মধ্যে দোষ খুঁজে সময় নষ্ট করার থেকে নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া অনেক বেশি কার্যকর হবে।

এ রকম শোচনীয় অবস্থায় থেকে আমাদের আজ লক্ষ্য কিন্তু জার্মানি, জাপান, কোরিয়া নয়, পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ড কিভাবে নিজেদের উন্নয়নের পথে নিয়ে গেলো, তা কিভাবে অনুসরণ করতে পারি। কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামই বা কি করে এমন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখা। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর সংস্কৃতি পরিহার করে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলার এবং গ্রহণ করার সংস্কৃতি চালু করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমাগত অধঃপতনের দায়ভার সর্বাগ্রে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। অনাকাঙ্ক্ষিত, অবিবেচনাপ্রসূত, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও আমরা তাদের থেকে যোগ্য এবং কার্যকর নেতৃত্ব পাচ্ছি না। বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়। এই কলামের শুরুর বাক্যেই আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির করুণ অবস্থান চিত্রিত হয়েছে। তবে এই অবস্থানে নামিয়ে আনার জন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয়দের অবদান রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী এবং আমলাদের কথা বলা হয়েছে। অন্যরাও একই দোষে দোষী

নীতিগ্রহণ, সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়নে তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে পারছে না। মুখে গণতন্ত্রের বুলি ছাড়লেও তার বিন্দুমাত্র চর্চা নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই এককেন্দ্রিক শাসন, সিদ্ধান্ত চালু রয়েছে। সময়ের সঙ্গে এ সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ হচ্ছে। মুখে আমরা সচরাচর যেকোনো নেতাকে মহামানব বললেও সেই পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার চারিত্রিক গুণাবলী এবং ত্যাগী মনোভাব তাদের মধ্যে নেই। এমতাবস্থায় জাতি তাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিলেও তারা যে সে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় তা বিগত ৩০ বছরের অর্জনে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে আমাদের অতীব সাধারণ মেধাসম্পন্ন নেতাদের নেতৃত্বে দেশকে যদি অধম পর্যায় থেকে মধ্যমে উত্তীর্ণ হতে হয় তাহলে

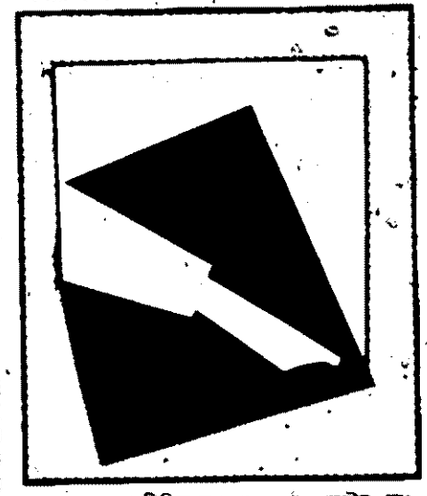

তাদের ক্ষমতা সীমিত করা প্রয়োজন। আইন এবং নিয়মকানুন এতোটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া প্রয়োজন যে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাক্ষর করতেই হবে, কোন কলম দিয়ে

হবে, প্রার্থী পছন্দসই কিংবা নয় তার ভিত্তিতে পদোন্নতি আগে-পরের করার সুযোগ থাকা উচিত নয়। একইভাবে আবেদনকারী এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের প্রোফাইলও প্রকাশ করা উচিত, যাতে করে সিদ্ধান্তের যথার্থতা স্বচ্ছতার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়। একজন শিক্ষকের পদোন্নতিতে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষায় উৎকর্ষ, গবেষণা করার সামর্থ্য, শিক্ষকতার মান এগুলো সবই নৈর্ব্যক্তিকভাবে যাচাই হওয়া উচিত। একজন প্রার্থী হয়তো অত্যন্ত ভালো, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে গেছেন। বিধিবিধানকে দুর্বল করে তাকে সুযোগ দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়; কারণ একটি ভাল কাজ করতে গিয়ে ৯৯টি খারাপ কাজ যে করবো আমাদের দুর্বল মূল্যবোধ তারই নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

> আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান আমাদের মাঝেই খুঁজতে হবে, অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অসংখ্য সূচকে আমরা অধম প্রমাণিত হয়েছি - যেকোনো জাতিই আজ আমাদের থেকে উত্তম। তাই অন্যদের মধ্যে দোষ খুঁজে সময় নষ্ট করার থেকে নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া অনেক বেশি কার্যকর হবে।

রাস্তায় বের হলে যেমন আমরা যেকোনো সময় দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারি, ঠিক তেমনি একজন দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত অথবা যথাযথমানের ফলাফল করতে ব্যর্থ অত্যন্ত যোগ্যপ্রার্থীকেও নিয়মের এই

উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানসম্পন্ন প্রার্থীদেরও সুযোগ দেওয়া শিক্ষকতার পেশাকে কোনোভাবেই সমৃদ্ধ করবে না। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন সূচকে আমাদের অবস্থান লজ্জাজনক। এই রকম অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে অবশ্যই আমাদের নিয়মনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে চলা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় শিক্ষাগতমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের উন্নতমানের শিক্ষা ছাত্রকে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এটাই হলো অগ্রে থেকে নেতৃত্বদান। শিক্ষকের শিক্ষাজীবনে মানসম্পন্ন শিক্ষা হয়ে না থাকলে কোনোক্রমেই এ ধরনের দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের সংশয়ে ফেলার কোনো অর্থ নেই। মানুষ সাধারণত খারাপ উদাহরণ অনুসরণ করে বেশি। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যদি অত্যন্ত সাদামাটা অর্জনের কোনো একজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তা হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তো বলতেই পারে ভালো ফলাফলের দরকার নেই। আবার সে ধরনের ফলাফল সম্পন্ন একজন শিক্ষক যখন উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হন তখন মেধাবী শিক্ষার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়। এটা ভাবার কোনো কারণই নেই যে পড়ালেখায় যিনি খারাপ করেছেন শিক্ষক হিসেবে তিনি ভালো করবেন। দৈবাৎ এ রকম একজন পেলেও ৯৯টি ক্ষেত্রে আমরা ভুল বাছাইয়ের শিকার হবো। স্কুল-কলেজ-বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়নে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি তা তো আমাদেরই তৈরি। সেখানে আমরা ভুল করবো আর সিলেকশন বোর্ডে ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারে আমরা প্রার্থীদের থেকে যোগ্যতমকে বাছাই করতে পারবো তার সম্ভাবনা শূন্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রার্থীদের নৈর্ব্যক্তিকভাবে র‍্যাংক করতে পারলে কিছু সামর্থ্যসাপেক্ষে সিলেকশন বোর্ডের তেমন প্রয়োজনই নেই। যখনই সিলেকশন বোর্ড অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সিলেকশনগুলো ত্রুটিপূর্ণ হয়। না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। সেই সিলেকশনগুলো দিচ্ছে দুর্নীতিতে শ্রেষ্ঠ দেশের মানুষেরাই, যাদের দুর্নীতিমুক্ত ভাবার কোনো কারণ নেই। সাধারণ কৃষক, শ্রমিকের জন্য আমরা দুর্নীতিতে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করিনি, সিলেকশন বোর্ডে বসা শিক্ষিত মানুষদের থেকেই আমাদের এই খ্যাতি হয়েছে। সুতরাং সিলেকশন বোর্ডেরও হাত-পা বেঁধে দিতে হবে যাতে অন্যায় অনিয়ম করার সুযোগ কম থাকে। নিজেদের পুত-পবিত্র ভাবার কোনো কারণ নেই। বিগত ৩০ বছর না পাকিস্তানিরা, না ব্রিটিশরা আমাদের শাসন করতে, বুদ্ধি দিতে এসেছিল। স্বীয় বুদ্ধির জোরে আমরা নিজেদের পতন ত্বরান্বিত করছি।

স্কুল-কলেজের ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলোতে শিক্ষিত মানুষের অন্তর্ভুক্তি ও নেতৃত্ব সুনিশ্চিত